“সমবায়ে গড়ছি দেশ
স্মার্ট হবে বাংলাদেশ”

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২২-২০২৩

উপজেলা সমবায় কার্যালয়,
পিরোজপুর সদর, পিরোজপুর
সমবায় অধিদপ্তর
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

উপদেষ্টা

কামরুননেছা সিথী
উপজেলা সমবায় অফিসার
পিরোজপুর সদর, পিরোজপুর।

সম্পাদনায়:

মো: হুমায়ুন কবীর
সহকারী পরিদর্শক
উপজেলা সমবায় অফিস, পিরোজপুর সদর
পিরোজপুর

কাজল রায় চৌধুরী
সহকারী পরিদর্শক(অঃদাঃ)
উপজেলা সমবায় অফিস, পিরোজপুর সদর
পিরোজপুর

সংকলনে

লাইজু আখতার, অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর
উপজেলা সমবায় কার্যালয়, পিরোজপুর সদর ,পিরোজপুর।

প্রকাশকাল
২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ খ্রি:

প্রকাশনায়
উপজেলা সমবায় কার্যালয়, পিরোজপুর সদর।
ফোন: ০২৪৭৮৮৯০৭৮৯, ০১৯৫৮০৬১৭১৭
Website: www.coooperative.sadar.pirojpur.gov.bd
E-mail: ucopirojpursadar@gmail.com

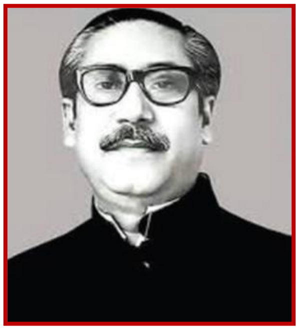

"আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে উন্নত জীবনের অধিকারী হবে-এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে"।

-জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

"এটা পরীক্ষিত যে বহুমুখী গ্রাম সমবায় আমরা যদি গড়ে তুলতে পারি, বাংলাদেশে কোন দারিদ্র্য থাকবে না"।

-মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

দাপ্তরিক সাংগঠনিক কাঠামো

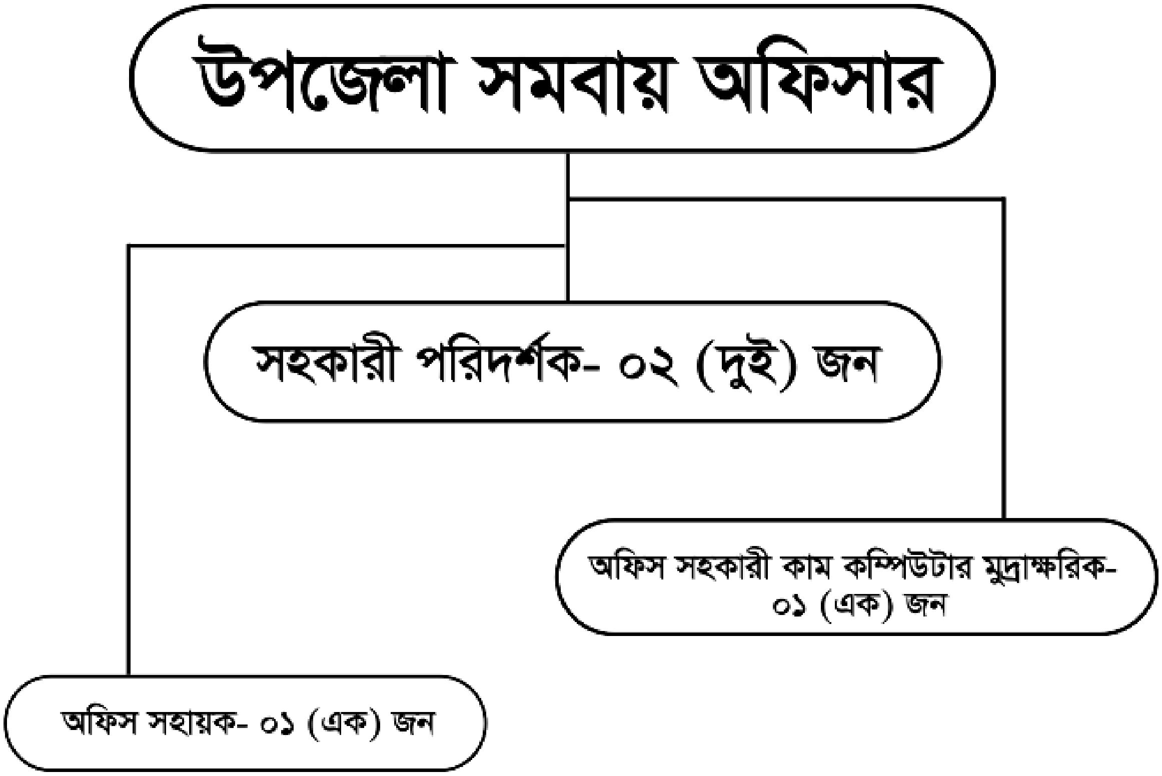

উপজেলা সমবায় কার্যালয়, পিরোজপুর সদরে এ কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তথ্য:

ক্র: নং	ছবি	নাম	পদবী	ই-মেইল	মোবাইল নম্বর	ফোন
১.		কামরুননেছা সিথী	উপজেলা সমবায় অফিসার	ucopirojpursadar@ gmail.com	০১৯৫৮০৬১৭১৭ ০১৭৩১-১৬৬৮৯৮	০২৪৭৮৮৯০৭৮৯
২.		মোঃ হুমায়ুন কবীর	সহকারী পরিদর্শক	sikderhumayun86@ gmail.com	০১৮১৮-৬২৯২৮২	
৩.		কাজী আনোয়ারুল ইসলাম	সহকারী পরিদর্শক	kaitbd@ gmail.com	০১৭০৭-৫২৫০২১	
৪.		কাজল রায় চৌধুরী	সহকারী পরিদর্শক (অঃ দাঃ)	kajolrusk44@ gmail.com	০১৭৪১-৫৩৫৩১২	
৪		লাইজু আখতার	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর	laijuakhter1984@ gmail.com	০১৯৮৬-৮২২৩০৭	
৫		মোঃ সাইফুল ইসলাম	অফিস সহায়ক	sayfulm42@ gmail.com	০১৭১৫-২৮৩২০২	

সমবায়ে গড়ছি দেশ
স্মার্ট হবে বাংলাদেশ

মুখবন্ধ

১৯০৪ সালে এ উপমহাদেশে সমবায় আন্দোলন আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। স্বাভাবিকভাবে সমকালীন সময়েই বাংলাদেশে সমবায়ের যাত্রা শুরু হয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিল একটি সুখী-সমৃদ্ধ স্বনির্ভর সোনার বাংলাদেশ গড়ে তোলা। আর বঙ্গবন্ধুর অন্যতম উন্নয়ন দর্শন ছিল সমবায়। তিনি বলেছিলেন: **“বাংলাদেশ আমার স্বপ্ন, ধ্যান, ধারণা ও আরাধনার ধন।”** তিনি আরও বলেন:

“আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে- এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।”

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমবায় ভাবনার পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সমবায়ভিত্তিক উন্নয়ন নির্দেশনার আলোকে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যেগ গ্রহণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে সমবায়ের ভূমিকা প্রসঙ্গে বলেন:
“এটা পরীক্ষিত যে বহুমুখী গ্রাম সমবায় আমরা যদি গড়ে তুলতে পারি, বাংলাদেশে কোন দারিদ্র্য থাকবে না।”

কৃষিকে কেন্দ্র করে এ উপমহাদেশে সমবায়ের উৎপত্তি হলেও কৃষি ও কৃষিভিত্তিক কার্যক্রমের পাশাপাশি মৎস্য, দুগ্ধ, সঞ্চয়-ঋনদান, পানি ব্যবস্থাপনা, ক্ষুদ্র ব্যবসা, পরিবহন, পেশাজীবী, আবাসন, উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং পর্যটন ইত্যাদি সেক্টরে সমবায় কার্যক্রমের বিস্তার ঘটেছে।

উন্নত বাংলাদেশ গঠনের জন্য টেকসই সমবায় গঠন করা আবশ্যক। আর টেকসই সমবায়ের মাধ্যমে হতে পারে টেকসই উন্নয়ন। এ জন্য সমবায় অধিদপ্তরের রুপকল্প হলো “টেকসই সমবায়, টেকসই উন্নয়ন”।

বর্তমানে বাংলাদেশে ৩৫ ক্যাটাগরির সমবায় সমিতি রয়েছে। মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ৯৪ হাজার। সমবায়গুলোর ব্যক্তি সদস্য প্রায় ১ কোটি ১৬ লক্ষ এবং কার্যকরী মূলধন প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা।
বিভিন্ন সমবায় সমিতির মহিলা সদস্য ২৭ লক্ষেরও বেশি। সমবায় বিভাগ হতে নিবন্ধিত মহিলা সমবায়গুলো নারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানসহ নানা পেশা ও ব্যবসায় সম্পৃক্ত করছে। ফলে আর্থিক ক্ষমতায়নের পাশাপাশি ঘটছে নারীদের ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের বিকাশ।

২০৪১ সালের উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে সমবায় অধিদপ্তর নিম্নোক্ত ৭ টি বিষয়কে বিবেচনা করছে-

* গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী;
* নারী;
* তরুণ উদ্যোক্তা;
* অনগ্রসর ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী;
* কৃষি, মৎস্য, পোল্ট্রি, মাংস ও ডেইরি উৎপাদক;
* জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠী
* বিদ্যমান সমবায় সমিতি।

২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সমবায়ভিত্তিক উন্নয়ন নির্দেশনার আলোকে সমবায় অধিদপ্তর জাতির পিতার সমবায়ের দর্শন অনুযায়ী গ্রাম সমবায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গ্রামকে উন্নত ও আধুনিক গ্রামে রুপান্তরের লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে 'বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম' প্রতিষ্ঠা, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব মহিলা সমবায় সমিতির মাধ্যমে নারী সমবায়ীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও উন্নয়নের মূল ধারায় নারীদের অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, প্রান্তিক ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্তিকরণ, দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে যুবদের স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও উদ্যোক্তা সৃজন, আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে সমবায়ভিত্তিক কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, পুষ্টিসম্মত ও নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তা ও সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমবায় ভিত্তিক বাজার অবকাঠামো সৃষ্টি ও value chain প্রতিষ্ঠা, দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি ও পুষ্টি চাহিদা পূরণে দুগ্ধ সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট ক্ষতির প্রভাব প্রশমনে লবনাক্ত অঞ্চল, হাওড় ও চরাঞ্চলে বিকল্প জীবিকায়নের উদ্যোগ গ্রহণ এবং সমবায়ভিত্তিক পর্যটন শিল্পের বিকাশ- এ ক্ষেত্রগুলোয় বিশেষভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

সমবায়ের পথ-সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ। সমবায় সমিতি এমন একটি জনকল্যাণ ও উন্নয়নমূলক আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান যার মধ্যে-গণতন্ত্র আছে, অর্থনীতি আছে, সম্মিলিত কর্মপরিকল্পনা আছে এবং সদস্যদের সামাজিক উন্নয়ন আছে।

সমবায়দের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা ও সম্ভাবনাগুলো একত্রিত হয়ে বৃহৎ উৎপাদন ও টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে জাতির পিতার সেই স্বনির্ভর সোনার বাংলাদেশ জায়গা করে নিবে পৃথিবীর মানচিত্রে।

পরিশেষে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায় বলতে হয়:
"ওরে নিপীড়িত, ওরে ভয়ে ভীত শিখে যা আয়রে, আয়।
দু:খ জয়ের নবীনমন্ত্র-'সমবায় সমবায়'

প্রকাশনাটি সরকারী নীতিনির্ধারক, সমবায় আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গসহ সমাজের সকল স্তরের মানুষের কাছে সমাদৃত হবে এবং সমবায় অধিদপ্তরের সকল কর্মকান্ড প্রচারে অবদান রাখবে মর্মে আমি খুবই আশাবাদী।
প্রকাশনাটির সাথে যুক্ত সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই।

মুহাম্মদ আবদুল্লা আল মামুন
যুগ্মনিবন্ধক
বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়,
বরিশাল

সমবায়ে গড়ছি দেশ
স্মার্ট হবে বাংলাদেশ

মুখবন্ধ

স্মার্ট বাংলাদেশ, স্মার্ট সমবায়

সরকারের ভিশন বাস্তবায়নে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সমবায় বিভাগকে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সমবায়ের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের মাধ্যমে দেশ আরো এগিয়ে যাবে। তাই সকলকে সমবায়ের মাধ্যমে একসাথে কাজ করতে হবে। বঙ্গবন্ধুর কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে কাজ করে যাচ্ছেন। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে উঠবে। সরকার উন্নয়নের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ উন্নয়ন অগ্রগতির সব সূচকে যুগান্তকারী মাইলফলক স্পর্শ করেছে। তিনি সরকারের ভিশন বাস্তবায়নে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মানে সমবায় বিভাগকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ নির্দেশ দিয়েছেন। জাতির পিতা ১৯৭৪ সালে দারিদ্র্য ও আঞ্চলিক বৈষম্যমুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সারাদেশে সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ার তাগিদ প্রদান করেন। তারই ধারাবাহিকতায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ধনী-গরীবের বৈষম্য নিরসনে বহুমাত্রিক পদক্ষেপ নিয়েছেন। দেশের বর্তমান ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন-অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে এই প্রতিষ্ঠানকে আরো নতুন নতুন টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে হবে। কৃষিতে আধুনিক টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে বর্তমান সরকারের স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সমবায় অবদান রাখবে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা, ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা-২০৪১ এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়নে সমবায় বিভাগকে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

মো: কামরুজ্জামান
জেলা সমবায় কর্মকর্তা
পিরোজপুর

সমবায়ে গড়ছি দেশ
স্মার্ট হবে বাংলাদেশ

মুখবন্ধ

এ জনপদের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব সন্তান, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, এ দেশের গরিব, দুঃখী ও মেহনতি মানুষের হৃদয়ের স্পন্দন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গভীর মানবিক সংগ্রামী দর্শন ছিল ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও শোষণ মুক্ত সুখী-সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলা গড়া। একটি সুখী সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যকে সামনে রেখে জাতির পিতা বাংলাদেশে সংবিধানে অনুচ্ছেদ নং-১৩ তে মালিকানার ব্যবস্থার দ্বিতীয় খাত হিসেবে সমবায়ী মালিকানাকে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। জেলা সমবায় কার্যালয়, পিরোজপুর এ কৃষি ও কৃষিভিত্তিক কার্যক্রমের পাশাপাশি মৎস্য, দুগ্ধ, সঞ্চয়-ঋণদান, পানি ব্যবস্থাপনা, ক্ষুদ্র ব্যবসা ইত্যাদি সেক্টরে সমবায় কার্যক্রমের বিস্তার ঘটেছে। এ জেলার বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পিরোজপুর জেলা সমবায় বিভাগ কাজ করছে।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমবায় ভাবনার পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সমবায় ভিত্তিক উন্নয়ন নির্দেশনার আলোকে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে পিরোজপুর সমবায় বিভাগ তা বাস্তবায়নে বদ্ধ পরিকর।

কামরুননেছা সিথী
উপজেলা সমবায় কার্যালয়
পিরোজপুর সদর,

প্রারম্ভিকা:

সাম্য-ঐক্য-সততার সমন্বয়ে সৃষ্ট একটা জোট হলো সমবায়। একক প্রচেষ্টা যেখানে ব্যর্থ সেখানেই প্রয়োজন দলগত প্রচেষ্টা। সমন্বিত প্রচেষ্টায়ই আনতে পারে আশাতীত সাফল্য। একটা চিন্তা একজন না করে বহুজনের মধ্যে যদি সেটা বিস্তার ঘটানো যায় তবে এর কাঠামো থেকে চূড়ান্ত অবস্থাবধি আমূল পরিবর্তন সম্ভব। চূড়ান্ত অবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনায়নে আশাতীত সাফল্য লাভের লক্ষ্যে সমন্বিত এক প্রচেষ্টার নামই সমবায়। সমবায় হলো-পরস্পরের সহযোগিতায় পরস্পরের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধকতা দূর করার একটা উপায়। সমবায় সংগঠন একটা সুশৃঙ্খল ও গণতান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক সংগঠন। সমবায় এর আর্থ-সামাজিক দ্যোতনা বিচার করে বলা হয়ে থাকে 'সমবায় সমিতি হচ্ছে সদস্যদের জন্য, সদস্যদের দ্বারা এবং সদস্যদের কল্যাণে পরিচালিত সংগঠন। (A cooperative Society is the organization of the cooperators, for the cooperators and by the cooperators). বাংলার কৃষককে সুদখোর মহাজনদের শোষন থেকে বাঁচানোর মহৎ উদ্দেশ্যে এ উপমহাদেশে ১৯০৪ সালে সমবায় আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু। উপজেলা সমবায় বিভাগ পিরোজপুরে বিভিন্ন চড়াই উৎরাই পেরিয়ে সময়ের প্রেক্ষাপটে কৃষির পাশাপাশি ক্ষুদ্র ব্যবসা, কুটিরশিল্প, মৎস্য, দুগ্ধ, সঞ্চয়-ঋণদান, পানি ব্যবস্থাপনা, ইত্যাদি বিভিন্ন খাতে সমবায় পদ্ধতির বিস্তার ঘটেছে। এ সুদীর্ঘ পথপরিক্রমার ইতিহাস থেকেই বুঝা যায় সমবায় পদ্ধতির গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে এবং ভবিষ্যতে তা আরো বৃদ্ধি হতে থাকবে।

একটি সার্বজনীন, অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, সমতা ভিত্তিক উন্নত বাংলাদেশ গঠনের জন্য পরিচালিত হয় বাঙ্গালির মুক্তিযুদ্ধ। একটি সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তোলাই ছিল সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্ন। বঙ্গবন্ধুর জীবন দর্শন ছিল গণমানুষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি। আর ও মুক্তির জন্য বঙ্গবন্ধুর অন্যতম উন্নয়ন দর্শন ছিল সমবায়। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভায় বঙ্গবন্ধু কৃষি, ঋণ, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন। সমবায়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে বাংলাদেশের সংবিধানে সমবায়কে মালিকাকনার দ্বিতীয় খাত হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। এ দেশের গণমানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন ভাবনায় সমবায়ের প্রাধান্য ছিল।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য তারই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলাই বর্তমান সরকারের লক্ষ্য। সরকারের এ লক্ষ্য পূরণে একটি অন্যতম প্রায়োগিক পদ্ধতি হিসেবে সমবায়ের উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার সুযোগ রয়েছে। পিরোজপুর সমবায় বিভাগ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলনের ক্রমবিকাশ:

বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলনের রয়েছে সুদীর্ঘ ইতিহাস ও ঐতিহ্য। ১৮৭৫ সালে দক্ষিণ ভারতে সুদখোর মহাজনদের বিরুদ্ধে কৃষক বিদ্রোহের ফলশ্রুতিতে এক ভয়াবহ দাঙ্গা সংঘটিত হয়। তৎকালীন বৃটিশ সরকার নিজেদের স্বার্থেই কৃষকদের সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসে। জার্মানীর রাইফিজেন পদ্ধতির ন্যায় সমবায়ের মাধ্যমে উপমহাদেশের কৃষকদের সমস্যা সমাধান করা যাবে বলে ইংরেজ সরকার বিশ্বাস করে। এ বিশ্বাস থেকে ১৯০৪ সালে জন্ম নেয় সমবায়।

১৯০৪	বেঙ্গল ক্রেডিট কো-অপারেটিভ অ্যাক্ট-১৯০৪ (Bengal Credit Cooperative Societies Act-1904) জারী করা হয়।
১৯১২	(The Cooperative Societies Act, 1912 (Act II of 1912) নামীয় নতুন সমবায় আইন জারী করা হয়।
১৯২২	বেঙ্গল প্রাদেশিক সমবায় ব্যাংক লি: প্রতিষ্ঠিত হয়।
১৯২৯-৩০	বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার আঘাতে সমবায় আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে।
১৯৩৪-৩৫	বাংলায় ৫টি সমবায় জমি বন্ধকী ব্যাংক স্থাপন করা হয়। ময়মনসিংহ সমবায় জমি বন্ধকী ব্যাংক স্থাপিত হয়। বেঙ্গল কৃষি ঋণ আইন (Bengal Agricultural Debtors Act of 1935) জারীর ফলে সমবায় সমিতির ঋণের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে।
১৯৪০	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিরূপ পরিস্থিতির উত্তরণের জন্য এবং সমবায় আন্দোলনে নতুন প্রাণসঞ্চারের জন্য (Bengla Cooperative Society Act-1940) জারী।
১৯৪৮	পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সমবায় ব্যাংক লি: গঠিত হয় যা বর্তমানে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি: নামে পরিচিত।
১৯৬০	ড. আখতার হামিদ খান কর্তৃক ‘কুমিল্লা পদ্ধতি’ পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়। কুমিল্লার অভয় আশ্রমে ‘কোতয়ালী থানা কেন্দ্রীয় সমবায় এসোসিয়েশন (কেটিসিসিএ) লি: স্থাপন এর আওতায় ‘কুমিল্লা পদ্ধতি’ চালু হয়।
১৯৮৪	রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সমবায় সমিতি অধ্যাদেশ/১৯৮৪ জারী হয়। (The Cooperative Societies Ordinance, 1984 (Ordinance No 1 of 1985)
১৯৮৭	সমবায় সমিতি নিয়মাবলী/১৯৮৭ জারী করা হয়। (Cooperative Societies Rules, 1987)
২০০১	সমবায় সমিতি আইন ২০০১ সংসদে অনুমোদন লাভ করে ও জারী হয়।
২০০২	সমবায় সমিতি আইন ২০০১ এর সংশোধনী জারী করা হয়।
২০০৪	সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ জারী করা হয়।
২০১৩	সমবায় সমিতির শাখা অফিস বন্ধ করাসহ অন্যান্য পরিবর্তন এনে সংশোধিত সমবায় সমিতি আইন ২০১৩ জারি করা হয়।
২০২০	সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ এর সংশোধনী জারী হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রদত্ত ভাষণ ও নির্দেশনা:

জাতির পিতা বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ার কৌশল ছিল সমবায়। জাতির পিতার সমবায় দর্শনের আলোকে সমবায় অধিদপ্তর সমাজের তৃণমূল মানুষের ভগ্যোন্নয়নে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে। ১৯৭২ সালের ৩০ শে জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত ‘সমবায় সম্মেলন’ –এ বঙ্গাবন্ধু তাঁর সমবায় ভাবনার সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরে বলেন- ‘‘সমবায়ের মাধ্যমে গরীব কৃষকেরা যৌথভাবে উৎপাদন-যন্ত্রের মালিকানা লাভ করবে, অন্যদিকে অধিকতর উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্পদের সুষম বন্টন ব্যবস্থায় প্রতিটি ক্ষুদ্র চাষি গণতান্ত্রিক অংশ ও অধিকার পাবে -------। সমবায়ের মাধ্যমে গ্রাম বাংলায় গড়ে উঠবে ক্ষুদ্র শিল্প যার মালিক হবে সাধারণ কৃষক, শ্রমিক এবং ভূমিহীন নির্যাতিত দুঃখী মানুষ।”

১৯৭৫ সালে ২৬ মার্চ রমনার রেসকোর্স ময়দানের (সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের) জনসভায় দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণায় বঙ্গাবন্ধু বলেন: -----“এই যে, নতুন সিস্টেমে যেতে চাচ্ছি আমি, গ্রামে গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ করা হবে। ভুল করবেন না। আমি আপনাদের জমি নেব না। ভয় পাবেন না যে, জমি নিয়ে যাব, তা নয়। পাঁচ বছরের প্লান-এ বাংলাদেশে ৬৫ হাজার গ্রাম কো-অপারেটিভ হবে। পয়সা যাবে তাদের কাছে, ফার্টিলাইজার যাবে তাদের কাছে, টেস্ট রিলিফ যাবে তাদের কাছে, ওয়ার্কস প্রোগ্রাম যাবে তাদের কাছে। এই জন্যই ভিলেজ কো-অপারেটিভ হবে। আমি ঘোষণা করছি আজকে যে, পাঁচ বছরের প্লানে প্রত্যেকটি গ্রামে পাঁচশত থেকে হাজার ফ্যামিলি পর্যন্ত নিয়ে কম্পাল সারি কো-অপারেটিভ হবে।

আপনার জমির ফসল আপনি নেবেন, অংশ যাবে কো-অপারেটিভের হাতে, অংশ যাবে গভর্নমেন্টের হাতে। আমার যুবক ভাইরা, আমি যে কো-অপারেটিভ করতে যাচ্ছি গ্রামে গ্রামে এর উপর বাংলার মানুষের বাঁচা-মরা নির্ভর করবে। আপনাদের ফুল প্যান্টটা একটু হাফপ্যান্ট করতে হবে। পাজামাটা ছেড়ে একটু লুঙ্গি পরতে হবে। আর গ্রামে গ্রামে গিয়ে এই কো-অপারেটিভকে সাফল্যমন্ডিত করে তোলার জন্য কাজ করে যেতে হবে।”

জাতির পিতা বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিল ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও শোষণমুক্ত সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণ করা। তিনি দরিদ্র-সুবিধাবঞ্চিত মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে গণমুখী সমবায় আন্দোলনের স্বপ্ন দেখেছিলেন।

বঙ্গাবন্ধুর উপর্যুক্ত বক্তব্য থেকে বেশ কয়েকটি বিষয় বেরিয়ে আসে:

প্রথমত, তিনি যৌথচাষের প্রস্তাব করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, উৎপাদিত (নীট) ফসল তিনভাবে বিভক্ত হবে। একভাগ বিতরণ হবে গ্রাম তহবিলে। এই তহবিল দিয়ে গ্রামের জন্য কল্যাণকর বিভিন্ন কর্মকান্ড বাস্তবায়িত হবে। তৃতীয়ত, বঙ্গাবন্ধু বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, জমির মালিকানা অক্ষুন্ন থাকবে। জমি মালিকদের তিনি আশ্বস্ত করেছেন যে, তাদের জমি নিয়ে নেয়া হবে না। চতুর্থত, তিনি এমন সমবায়ের কথা ভেবেছেন যা গ্রামের সকলকে অন্তর্ভুক্ত করবে, শুধু কৃষি উৎপাদনের সঙ্গে জড়িতদের নয়। সেকারণেই বঙ্গাবন্ধুর সমবায় ছিল ‘বহুমুখী’ সমবায়। শুধু ফসল উৎপাদন এবং তার ভাগ-বাটোয়ারাই এই সমবায়ের উদ্দেশ্যে ছিল না। অন্যান্য বিভিন্নমুখী তৎপরতা পরিচালনাও এসব সমবায়ের লক্ষ্য ছিল। পঞ্চমত, তিনি গ্রামোন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয়, তথা গ্রামের বাইরের সকল সম্পদ ও গ্রাম সমবায়ের মাধ্যমে প্রবাহিত করার কথা ভেবেছেন। (বঙ্গাবন্ধুর স্বপ্ন ও বাংলাদেশের গ্রাম, নজরুল ইসলাম-পৃ-৮)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা ও ভাষণ:

জাতির পিতার যোগ্য উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর উন্নয়ন দর্শনেও সমবায়ভিত্তিক উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। প্রায় প্রতি বছর সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় সমবায় দিবসে উপস্থিত থেকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক নির্দেশনা নিয়ে থাকেন। ২০১৯ সালে ৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন: " **আমার দেশে টেকসই সমবায় গড়ে তুলতে চাই। এজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। বিদ্যমান সমবায় আইনকে সংশোধনের মাধ্যমে যুগোপযোগী করা হবে। আমরা সমবায় কর্মকান্ডে দক্ষ প্রশাসন, সৎ সমবায়ী নেতৃত্ব, আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সমিতি ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে চাই। যাতে করে সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়। এক্ষেত্রে সমবায়ীদের সকল সহযোগিতা প্রদান করব।" "আমরা উন্নয়ন কর্মকান্ডে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়কে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছি। গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করেছি। গ্রামীণ অঞ্চলে অনেক দৃশ্যমান উন্নয়ন করেছি। গ্রামের মানুষ যাতে শহরে না এসে, গ্রামেই আয়-রোজগার করতে পারে সে ব্যবস্থা আমরা করে দিচ্ছি। আমরা প্রতিটি গ্রামে নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছি।"**

"একদিকে নানা কারণে কৃষি জমি কমছে, অন্যদিকে অনাবাদি জমিও পড়ে থাকছে। কৃষি উৎপাদনে অজ্ঞতার কারণে পানি ও সারের অপচয় হচ্ছে এবং কীটনাশকের ব্যবহার বেড়েছে। তাই কৃষি সমবায় সমিতি গুলোর কাযক্রমে কাঠামোগত সংস্কার জরুরী। তরুণ প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করে শ্রম ও পানি সাশ্রয়ী, রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের যৌক্তিক ব্যবহার এবং প্রক্রিয়াকরণ, গুদামজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ কার্যক্রম সম্বলিত নতুন আঙ্গিকে কৃষি সমবায় সমিতি গড়ে তুলতে হবে।"

একইভাবে ২০২০ সালে ৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবসেও তিনি দেশ ও জাতির অগ্রযাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সমববায় অধিদপ্তরকে কাজ করার জন্য নির্দেশনা দেন যার মধ্যে ৬টি নির্দেশনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:

ক) সমবায়ের মাধ্যমে সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নৃ-তাত্বিক জনগোষ্ঠী, হিজড়া, বেদে ও অন্যান্য অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন; খ) সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন, নারী পুরুষের সমতা আনয়নের জন্য নারীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান; গ) আইলবিহীন চাষাবাদ, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও গ্রামীণ উন্নয়নে গ্রাম ভিত্তিক বহুমুখী সমবায় সমিতি গঠন; ঘ) পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও দুগ্ধ শিল্পের প্রসার; ঙ) উৎপাদিত পণ্যের প্রক্রিয়াকরণ; চ) স্থায়ী, উৎপাদনমুখী এবং লাভজনক সমবায় প্রতিষ্ঠান তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ। জেলা সমবায় বিভাগ পিরোজপুর উল্লিখিত নির্দেশনা মোতাবেক কার্যক্রম চলমান রেখেছে।

সমবায় সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর চিন্তাধারা ছিল গভীর এবং ব্যাপক:

সমবায় সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর চিন্তাধারা ছিল গভীর এবং ব্যাপক। ১৯৭২ সনের ৩০ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ থেকে তা স্পষ্ট হয়। এই ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, "আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে-এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা, সমবায়ের পথে সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ। সমবায়ের মাধ্যমে গরিব কৃষকেরা যৌথভাবে উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানা লাভ করবে। অন্যদিকে অধিকতর উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্পদের সুষম বন্টন ব্যবস্থায় প্রতিটি ক্ষুদ্র চাষী গণতান্ত্রিক অংশ ও অধিকার পাবে। জোতদার, ধনী চাষীর শোষণ থেকে তারা মুক্তি লাভ করবে সমবায়ের সংহত শক্তি দ্বারা। সমবায়ের মাধ্যমে গ্রাম বাংলায় গড়ে উঠবে ক্ষুদ্র শিল্প যার মালিক হবে সাধারণ কৃষক, শ্রমিক, এবং ভূমিহীন নির্যাতিত দু:খী মানুষ। অতীতের সমবায় ছিল শোষক গোষ্ঠীর ক্রীড়ানক। তাই সেখানে ছিল কোটারী স্বার্থের ব্যাপক ভূমিকা। আমাদের সমবায় আন্দোলন হবে সাধারণ মানুষের যৌথ আন্দোলন-কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি জনতার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান।

উপজেলা সমবায় দপ্তর:

সমবায় অধিদপ্তর জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাস করণে সরকারি উদ্যোগ বাস্তবায়নের অন্যতম প্রধান সংস্থা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে এবং এটি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনের আরেকটি অধিদপ্তর। সমবায় অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা যিনি নিবন্ধক ও মহাপরিচালক নামে অভিহিত। উপজেলা/মেট্রো: থানা, জেলা, বিভাগ ও সদর দপ্তর এ ৪ পর্যায়ে অধিদপ্তরের কার্যালয় বিস্তৃত। ৪ পর্যায়ের ১ম পর্যায় হলো উপজেলা সমবায় দপ্তর এর প্রধান নির্বাহী যিনি উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা নামে অবিহিত উপজেলা সমবায় কার্যালয়, পিরোজপুর সদর, পিরোজপুর এর আওতাধীন কোন সমবায় অফিস নেই।

রূপকল্প:

টেকসই সমবায়, টেকসই উন্নয়ন।

অভিলক্ষ্য:

সমবায়ীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষি, অকৃষি, আর্থিক ও সেবা খাতে টেকসই সমবায় গড়ে তোলা।

উপজেলা সমবায় দপ্তর পিরোজপুর এর কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

১. উৎপাদন, আর্থিক ও সেবাখাতে টেকসই সমবায় গঠন;
২. দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সমবায়ের মানোন্নয়ন;
৩. মানসম্পন্ন ও নিরাপদ সমবায় পণ্য উৎপাদন ও প্রসার;
৪. দরিদ্র্য ও অনগ্রসর মহিলাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সম্পদের অধিকার অর্জনে কার্যক্রম গ্রহণ।

উপজেলা সমবায় দপ্তর পিরোজপুরের কার্যক্রম:

কৃষিকে কেন্দ্র করে এ উপমহাদেশে সমবায়ের উৎপত্তি হলেও পিরোজপুর সমবায় বিভাগ কৃষি ও কৃষিভিত্তিক কার্যক্রমের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ব্যবসা, পেশাজীবী, মৎস্য, দুগ্ধ, সঞ্চয়-ঋণদান, পানি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সেক্টরে সমবায় কার্যক্রমের বিস্তার ঘটেছে। দেশের বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উপজেলা সমবায় বিভাগ পিরোজপুর কাজ করছে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উপজেলা সমবায় বিভাগ পিরোজপুর সদর প্রধানত তিনভাবে কাজ করছে:

(ক) সমবায় সমিতি গঠন করে সমিতির কাযক্রমের মাধ্যমে;

(খ) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে;

(গ) প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায়ের প্রধান খাতসমূহ:

কৃষি সমবায়

- কৃষকদেরকে সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে উন্নত বীজ, সার ও সেচ পদ্ধতি ব্যবহার করে বাংলাদেশে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সমবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- বর্তমানে কৃষি সমবায় সমিতির সংখ্যা প্রায় ৫০৬ টি। এছাড়াও কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত সিআইজি সমিতি প্রায় ১২৮ টি । সদস্য সংখ্যা প্রায় ১৭৬০৮ জন।

দুগ্ধ সমবায়

- বঙ্গবন্ধুর প্রত্যক্ষ উদ্যোগ ও উদ্যোগ ও নির্দেশনায় ১৯৭৩ সালে "সমবায় দুগ্ধ প্রকল্প" শুরু হয়, যা বর্তমানে "মিল্কভিটা" নামে পরিচিত।
- বর্তমানে পিরোজপুর জেলায় ১টি প্রাথমিক দুগ্ধ সমবায় সমিতিতে প্রায় ২৫০ জন সদস্য রয়েছে। সমবায় সমিতিগুলো প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৫০০ লিটার দুগ্ধ উৎপাদন করে।
- গত অর্থ বছরে পিরোজপুর জেলার দুগ্ধ সমবায় সমিতি ২টি বছরে ৭৩ হাজার লিটার দুগ্ধ সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয়েছে।
- পিরোজপুর জেলা কর্তৃক বাস্তবায়িত ২টি প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৭৫০ জন উপকারভোগীকে দুগ্ধ উৎপাদনে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

মৎস্যজীবী সমবায়

- পিরোজপুর সদর উপজেলায় বর্তমানে ০১টি কেন্দ্রীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি রয়েছে। যার সদস্য সংখ্যা প্রায় ৬৫০ জন।

মহিলা সমবায়

- বর্তমানে ০২টি মহিলা সমবায় সমিতি রয়েছে। যার সদস্য সংখ্যা প্রায় ৮৫ জন।
- পিরোজপুর সদর উপজেলায় উন্নয়ন প্রকল্পগুলোতে নারীর অংশগ্রহণকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। মহিলা সমবায়সহ ও অন্যান্য সমবায়ে নারী সদস্যদের মোট সংখ্যা মোট সদস্যের প্রায় ২৯%

কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ

- পিরোজপুর সদর উপজেলায় ০১টি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক রয়েছে: (ক) সমবায় ব্যাংক লি:, পিরোজপুর সমবায় ব্যাংকটি ১৯২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে সদস্য সংখ্যা ৩৮৮টি প্রাথমিক সমিতি। সমিতির কর্ম এলাকার জনগণকে সম্পৃক্ত করে সদস্য সমিতি মূলধন ও তহবিল গঠনের উদ্দেশ্যে শেয়ার, সঞ্চয় সংগ্রহপূর্বক পুঁজি গঠন ও জাতীয় সমবায় ব্যাংক থেকে অর্থ সংগ্রহ করে সদস্য সমিতির মধ্যে কৃষিজীবী সমবায়ীগণকে আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষি কাজ করে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সদস্য সমিতির মাধ্যমে সহজ শর্তে ঋণ বিতরণ পূর্বক সঠিকভাবে আদায় করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে টেকসই উন্নয়ন ও আত্ম নির্ভরশীল করে গড়ে তোলাই এ সমবায় ব্যাংকের মূল লক্ষ্য।
- সদস্যভুক্ত প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতি, ইউনিয়ন বহুমুখী ও সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক ইত্যাদির মাধ্যমে এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়।
- কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লি:, পিরোজপুর এর কার্যকরী মূলধন প্রায় ১৮৪.৫২ লক্ষ টাকা। ব্যাংক ১টি ১৬৯.০৫ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ এবং প্রায় ১০৩.২২ লক্ষ টাকা ঋণ আদায় করেছে। এ ব্যাংকের মাধ্যমে ২৬২ জন লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে।

আশ্রয়ণ সমবায়:

- পিরোজপুর সদর উপজেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসারে ইতোমধ্যে ০৪ টি আশ্রয়ণ সমবায় সমিতি নিবন্ধন করা হয়েছে। যার সদস্য সংখ্যা ২৩০ জন। সুবিধাভোগীদের মধ্যে ইতোমধ্যে অত্র দপ্তরের মাধ্যমে **৩৩.১১** লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এতে সুবিধাভোগীরা আত্ম-নির্ভরশীল হয়েছে।
- পিরোজপুর সদর উপজেলায় ভূমিহীন, গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবারের জন্য বাসস্থান, প্রশিক্ষণ, ঋণসহ অন্যান্য সুবিধা প্রদানের দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক গৃহীত আশ্রয়ণ প্রকল্পে সমবায় সমিতি সংগঠন, ঋণ প্রদান ও আদায় ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজে সমবায় অধিদপ্তর কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায়:

- পিরোজপুর সদর উপজেলায় বর্তমানে ৪৫ টি সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি রয়েছে। যার সদস্য সংখ্যা প্রায় ৪৪২২ জন।

পিরোজপুর সদর উপজেলায় সমবায়ের কার্যক্রমের পরিসংখ্যানঃ-

সমিতির সংখ্যা

ক্রমিক নং	সমবায়ের ক্যাটাগরী	কার্যকর সমবায়ের সংখ্যা	অকার্যকর সমবায়ের সংখ্যা	মোট সমবায়ের সংখ্যা
০১	কেন্দ্রীয় (বিভাগীয়) সমবায় সমিতি	০৩টি	০০টি	০৩টি
০২	কেন্দ্রীয় (পউবো) সমবায় সমিতি	০২টি	০০টি	০২টি
০৩	ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি	০০টি	০৮টি	০৮টি
০৪	কৃষি সমবায় সমবায় সমিতি	০১টি	৬৪টি	৬৫টি
০৫	মৎস্যজীবী সমবায় সমবায় সমিতি	০০টি	০৫টি	০৫টি
০৬	উৎপাদনমুখী সমবায় সমিতি	০২টি	০১টি	০৩টি
০৭	শ্রমজীবী সমবায় সমিতি	০২টি	০০টি	০২টি
০৮	মহিলা সমবায় সমিতি	০২টি	০০টি	০২টি
০৯	কর্মচারী সমবায় সমিতি	০১টি	০০টি	০১টি
১০	ক্রেডিট সমবায় সমিতি	০১টি	০০টি	০১টি
১১	দুগ্ধ উংপাদনকারী সমবায় সমিতি	০১টি	০০টি	০১টি
১২	মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি	০১টি	০১টি	০২টি
১৩	যুব সমবায় সমিতি	০১টি	০০টি	০১টি
১৪	পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি	০২টি	০০টি	০২টি
১৫	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি	১৫টি	০১টি	১৬টি
১৬	ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি	০৭টি	০০টি	০৭টি
১৭	ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি	৩২টি	০৫টি	৩৭টি
১৮	সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি	৩৯টি	১৬টি	৫৫টি
১৯	বহুমুখী সমবায় সমিতি	১৪টি	০৫টি	১৯টি
২০	বিশেষ সমবায় সমিতি	০১টি	০০টি	০১টি
২১	জমি বন্ধকী ব্যাংক সমবায় সমিতি	০০টি	০১টি	০১টি
২২	আশ্রয়ন সমবায় সমিতি	০৪টি	০০টি	০৪টি
	সর্বমোট	১৩০টি	১০৭টি	২৩৭টি

পিরোজপুর সদর উপজেলায় সমবায়ের কার্যক্রমের পরিসংখ্যানঃ-

সদস্য সংখ্যা/ পরিশোধিত শেয়ার মূলধন/ সঞ্চয়ী আমানত

ক্রমিক নং	সমবায়ের ক্যাটাগরী	সদস্য সংখ্যা	পরিশোধিত শেয়ার মূলধন	সঞ্চয়ী আমানত
০১	কেন্দ্রীয় (বিভাগীয়) সমবায় সমিতি	৫৬৬	১৪৭৫০৭৫	৮৫৯২৮৫
০২	কেন্দ্রীয় (পউবো) সমবায় সমিতি	১৯৯	৭৫১৪৪৯	৫০৭১৫০৭
০৩	ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি	-	১৫৯৫৯১	৮৯০৮৬
০৪	কৃষি সমবায় সমবায় সমিতি	-	-	-
০৫	মৎস্যজীবী সমবায় সমবায় সমিতি	৩৫৩	২৫৪৬৫	২০১১৬৮
০৬	উৎপাদনমুখী সমবায় সমিতি	৬০	৬৬০০০	৩৭১০০০
০৭	শ্রমজীবী সমবায় সমিতি	৫৪	৪৫২০০	৩৫৫২৯০
০৮	মহিলা সমবায় সমিতি	৫১	৪১৮৯০	৪৫১৬২
০৯	কর্মচারী সমবায় সমিতি	৩৮	৭৬৯৬২	১৭৬১৬৯
১০	ক্রেডিট সমবায় সমিতি	২৯৫	৫৪৮৩৫০	১০৭৩৪৯২৭
১১	দুগ্ধ উংপাদনকারী সমবায় সমিতি	১২৬	১৫৮৭০০	২০৮৩০০
১২	মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি	৮১	১৭৭৫০	১৬৮০৯৫
১৩	যুব সমবায় সমিতি	৫০	২৪২০০	৯৮৬৯০
১৪	পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি	১৫৪৪	১১১৩০০	৫৮৪৯০৫
১৫	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি	১৮৪৮	৬৮৪৬৫০	১২৯০৬৬৩৪
১৬	ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি	৩৩৯	১৭৩০০০	১৪৭২৫৪২১
১৭	ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি	২২৯৩	৯৬৩৬২০	১৯৭৪৪৩০২
১৮	সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি	৪৪২২	২৪০৬০৬৫	৪৯৩২১২৩৩
১৯	বহুমুখী সমবায় সমিতি	৩৩২৭	৩৭৪৯৬০০	৩০৫২২৩৩৩
২০	বিশেষ সমবায় সমিতি	২৫১	৩২৩৬০	২৬৯৭৭
২১	জমি বন্ধকী ব্যাংক সমবায় সমিতি	৫৩৭	৩৬০৫০	৩৭৮২
২২	আশ্রয়ন সমবায় সমিতি	২৬২	৩৬৫৮৬	২২০৪৩২
	সর্বমোট	১৬৬৯৬	১১৫৮৩৮৬৩	১১৫৯১২৩৫৬

পিরোজপুর সদর উপজেলায় সমবায়ের কার্যক্রমের পরিসংখ্যানঃ-

কার্যকারী মূলধন / নিজস্ব মূলধন / নীট লাভ/ নীট ক্ষতি

ক্রমিক নং	সমবায়ের ক্যাটাগরী	কার্যকারী মূলধন	নিজস্ব মূলধন	নীট লাভ	নীট ক্ষতি
০১	কেন্দ্রীয় (বিভাগীয়) সমবায় সমিতি	২০০৯৭১০৪	২২৫৫৫৮৯	৭৪৪৮১	
০২	কেন্দ্রীয় (পউবো) সমবায় সমিতি	৩৮৩০৪০৯২	১৭০২৭৬৯	২৬২৬৮৯	(৩০৩৮০৫৬)
০৩	ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি	-	-	-	-
০৪	কৃষি সমবায় সমবায় সমিতি	-	-	-	-
০৫	মৎস্যজীবী সমবায় সমবায় সমিতি	-	-	-	-
০৬	উৎপাদনমুখী সমবায় সমিতি	৩৩৭৪০০	৬৫০০০	৫০০	(৪১০০)
০৭	শ্রমজীবী সমবায় সমিতি	৪০৯৫১৮	৫৭৫৭১	৩৫৩৮০	
০৮	মহিলা সমবায় সমিতি	৮৯৩৮৬	৪৪২২৪	-	(৬১৩০)
০৯	কর্মচারী সমবায় সমিতি	২৮৯৩৩৫	৮৯১৬৭	-	-
১০	ক্রেডিট সমবায় সমিতি	৬৮১৭৯৮	৬৭৪৫২৪	৫২০৯৫০	-
১১	দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি	৩৭২৪৯৯	১৬২২৪০	-	(৫২৭)
১২	মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি	২১০৮৪৫	২৬০৮৫	১০৭৬৩	-
১৩	যুব সমবায় সমিতি	১৪৩৭৩৪	২৬৬৮০	-	-
১৪	পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি	৭৮১২৮০	১২৫৪০৬	১৯২৮৮	-
১৫	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি	১৭৯০০৭০৪	১১১০১২২	২৭১৪১০	(১২০৭৪৩)
১৬	ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি	১৪৫৩৬২৭৩	৫২২১১১	১৮০০৩৪	(৩০০)
১৭	ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি	১৯৪২২৫২৪	১৪৩৪১৩৯	৩৪৪০৪৩	(১০৩৬৭)
১৮	সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি	৪৯৬৫১৭২৩	৫৭৯৩৪১৭	১৩৬৮৪৮৯	(৫৮৮০)
১৯	বহুমুখী সমবায় সমিতি	৪০৬৯৪২৩৬	১৭১৯৪৭০৪	৬২৯১০১	(১৩৬৩৬১২)
২০	বিশেষ সমবায় সমিতি	৮২৮০৭৮	২০১৫৪৪		(৩১৮১০৩)
২১	জমি বন্ধকী ব্যাংক সমবায় সমিতি	৪২৭৯৬৯	১৫৩৩৩৮	-	-
২২	আশ্রয়ন সমবায় সমিতি	৪৬২৮০৯	২১৩২৫২	-	-
	সর্বমোট	২০৬১০৪১১৬	৩১৮৫১৮৮২	৩৭১৭১২৮	৪৮৬৭৮১৮

খ) প্রশিক্ষণের তথ্য :

উপজেলা সমবায় দপ্তর পিরোজপুর সদর, পিরোজপুর কর্তৃক রাজস্ব অর্থায়নে ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এছাড়াও আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, বরিশালে সমবায়ীদের আইজিএ, সমবায় ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:

প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	২০২০-২১		২০২১-২২		২০২২-২৩	
	কোর্সের সংখ্যা	কোর্সের সংখ্যা	কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ	০৮টি	০২টি	০২টি	২০০ জন	০৪টি	১০০ জন
আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, বরিশালে প্রশিক্ষণ	০৪টি	১১টি	১১টি	১৬ জন	১০টি	২০ জন
মোট =	১২টি	১৩টি	১৩টি	২১৬ জন	১৪টি	১২০ জন

পিরোজপুর সদর উপজেলায় সমবায়ের প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য :

বর্তমান সরকারের জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত প্রকল্প

ক্র: নং	বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচির নাম
১.	দুগ্ধ সমবায় সমিতির কার্যক্রম বিস্তৃতকরণের মাধ্যমে বৃহত্তর ফরিদপুর, বরিশাল ও খুলনা জেলার দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প।
২.	আশ্রয়ন, আশ্রয়ন (ফেইজ-২)/ আশ্রয়ন-২ প্রকল্প।

উপজেলা সমবায় বিভাগ পিরোজপুর সদর কর্তৃক প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্প :

ক্র: নং	প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচির নাম
১.	**বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব মহিলা সমবায় সমিতির মাধ্যমে নারী সমবায়ীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা সৃজন প্রকল্প:** বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব মহিলা সমবায় সমিতির মাধ্যমে নারী সমবায়ীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা সৃজন প্রকল্পটি ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে বিগত ১১/০৪/২০২২ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইতোমধ্যে অত্র পিরোজপুর জেলায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের ১০-১০-২০২২ খ্রি: তারিখে ৯৬ নং স্মারক পত্র মোতাবেক নির্বাচিত পিরোজপুর সদর, উপজেলায় বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব মহিলা সমবায় সমিতি লি:, পিরোজপুর সদর, পিরোজপুর নামে সমিতি নিবন্ধিত হয়েছে।

২০৪১ সালের উন্নত বাংলাদেশের অভিযাত্রায় আগামী দিনের সমবায় ভাবনা:

সমবায় ছিল হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্যতম টেকসই কৌশল। ১৯৭২ সালের ৩০ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে প্রদত্ত বাণীতে তিনি বলেন: ''আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে- এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।'' তাঁরই ধারাবাহিকতায় স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩ (খ) অনুচ্ছেদে সদস্যদের পক্ষে সমবায়ী মালিকানাকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সমবায় যখন এগিয়ে চলছিলো তখনই ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের কালরাতে স্ব-পরিবারে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকান্ডের মধ্য দিয়ে জাতীয় জীবনে এক কালো অধ্যায়ের সূচনা হয়। সেই সংগে সমবায় ভিত্তিক জাতীয় উন্নয়নের পরিকল্পনাকেও বাস্তবায়িত হতে দেয়া হয়নি। তথাপি গ্রামীণ দারিদ্র হ্রাস, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, পল্লী নারী ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, মূলধন গঠন এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নে সমবায় অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দায়িত্ব গ্রহণের সাথে সমবায় ভিত্তিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন একটি অনন্য মাত্রা পায়। সমবায় বিভাগ পিরোজপুর এর সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীও জননেত্রীর দিক-নির্দেশনা মোতাবেক নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদক্ষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও বলিষ্ঠ রাজনৈতিক নের্তৃত্বের কারণে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হতে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়নের জন্য সকলের অংশগ্রহণে দারিদ্রমুক্ত, সাম্য ও ন্যায়ের সমৃদ্ধ দেশ গঠনে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ পরিকল্পনায় কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, পরিবহন ও যোগাযোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে ভারসাম্যমূলক প্রবৃদ্ধি ঘটবে যার সুফল পাবে দরিদ্র ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীসহ সকলে। সরকারের দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়নে 'রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবে রূপায়ন: বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১' গ্রহণ করা হয়েছে, যার দুটি প্রধান অভিষ্ট রয়েছে: ক) ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে একটি উন্নত দেশ, যেখানে বর্তমান মূল্যে মাথাপিছু আয় হবে ১২,৫০০ মার্কিন ডলারেরও বেশি, খ) বাংলাদেশ হবে সোনার বাংলা, যেখানে দারিদ্র হবে সুদূর অতীতের ঘটনা।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জগুলো ব্যাপক। বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সমৃদ্ধশালী, উন্নত ও দারিদ্র শূন্য দেশে রূপান্তরের নিমিত্তে সমগ্র সমাজভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, অভিযোজনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের জাতীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা সরকারের প্রধান কাজ। প্রেক্ষিত পরিকল্পনার চূড়ান্ত লক্ষ্য উচ্চ প্রবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির সুফল জনগনের মাঝে যথাযথভাবে বন্টনের জন্য প্রয়োজন পরস্পর নির্ভরশীল নীতিমালার মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং বিভিন্ন খাতের কর্মসূচির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা। অর্থাৎ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ হলো আন্তঃখাত ও বহুমাত্রিক নীতিমালা এবং কর্মকৌশলের সমন্বয়ে প্রণীত একটি ২০ বছর মেয়াদি পথ নকশা, যা বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হবার চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছে দিবে।

বর্তমান সরকারের যুগোপযোগী নেতৃত্বে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা লাভ করেছে। ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১, এবং বিভিন্ন মধ্য মেয়াদী পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও পর্যাপ্ত অর্থায়নের মাধ্যমে স্বল্প সময়ের মধ্যে এ অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। উন্নয়নের পথ পরিক্রমায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সমবায় অধিদপ্তরের ভিশন ও মিশন যথাক্রমে নির্ধারণ করা হয়েছে'' টেকসই সমবায়, টেকসই উন্নয়ন'' এবং ''সমবায়ীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষি, অকৃষি, আর্থিক ও সেবা খাতে টেকসই সমবায় সৃষ্টি''। সমবায় অধিদপ্তরের ভিশন ও মিশন অর্জন এবং ২০৪১ সালের উন্নত বাংলাদেশের অভিযাত্রায় সমবায় ভিত্তিক উন্নয়নের একটি বিস্তৃত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। যা বাস্তবায়নে জেলা সমবায় বিভাগ পিরোজপুর সদা সচেষ্ট।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১

রূপকল্প ২০২১-এর সাফল্যের ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের আলোকে জাতিকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে সরকার 'রূপকল্প ২০৪১' গ্রহণ করেছে। পরবর্তী দু'দশকে বাংলাদেশ দ্রুত গতির রূপান্তরধর্মী এক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাবে। এই পরিবর্তন আসবে কৃষিতে, শিল্প ও বাণিজ্যে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিচর্যায়, পরিবহন ও যোগাযোগে, কর্মপদ্ধতি ও ব্যবসা পরিচালনায়। এ পরিকল্পনায় ৪ টি প্রাতিষ্ঠানিক স্তম্ভের উপর নির্ভরশীল। এ গুলো হচ্ছে-১) সুশাসন, ২) গণতন্ত্রায়ন, ৩) বিকেন্দ্রীকরণ এবং ৪) সক্ষমতা বৃদ্ধি।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনার অভিষ্ট অর্জনে সমাজের সবচেয়ে অরক্ষিত, সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক, প্রতিবন্ধী এবং সমতল ভূমিতে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান এবং ক্ষুদ্র ঋণ আন্দোলনের মাধ্যমে দারিদ্রশূণ্য দেশ প্রতিষ্ঠা; শিক্ষা এবং প্রশিক্ষনের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন ও Demographic dividend এর সদ্ব্যবহার; টেকসই কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ; নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং উদ্ভাবনমুখী অর্থনীতি বিনির্মাণের মাধ্যমে ৪র্থ শিল্প বিপ্লব ও প্রতিযোগীতামূলক ডিজিটাল বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ় করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার শতকরা ৬৫ ভাগ গ্রামাঞ্চলে বসবাস করেন এবং তাদের জীবিকা একান্তভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। এ বাস্তবতায় ভবিষ্যতের গ্রামীণ উন্নয়ন হবে একটি দক্ষতাসম্পন্ন ও উৎপাদনশীল কৃষির সমার্থক। বিগত দশকে বাংলাদেশে তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে তবুও নাগরিক সেবা ও সুবিধায় শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে এখনও ব্যাপক ব্যবধান বিদ্যমান। প্রেক্ষিত পরিকল্পনার একটি অগ্রাধিকার হচ্ছে গ্রাম ও শহরের বিভাজন পর্যায়ক্রমে কমিয়ে আনা। এই লক্ষ্যে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবিকার উৎস হিসেবে কৃষি ও কৃষি বহির্ভূত বাণিজ্যিক কার্যাবলী সম্পাদন এবং কৃষি যান্ত্রিকীকরণের পাশাপাশি যেসকল উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেযোগ্য হল।

গ্রামাঞ্চলে কৃষি ভিত্তিক ক্ষুদ্র শিল্পকে উৎসাহিত করা হবে এবং যুবকদের জন্য বিশেষ করে উচ্চশিক্ষিত যুবকদের জন্য যারা হবে ভবিষ্যতের মানব সম্পদ-তাদের কাজের সুযোগ তৈরী করতে ব্যবসা-ব্যাণিজ্যের অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করা হবে।

গ্রামীণ যুবকদের জন্য তাদের পারিবারিক চাহিদা ও চাকুরীর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং শিক্ষাগত মান অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শক্তিশালী করা হবে। যারা দক্ষ তাদের জন্য ঋণ সহায়তা করা হবে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের উৎসাহ ও সহযোগীতা প্রদানের জন্য কর্মসূচী থাকবে।

গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরীর জন্য বিদেশী ও স্থানীয় বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হবে।

উৎপাদনে ও ব্যবসায়ী কার্যক্রমে ব্যাংক ঋণে অভিগম্যতা উন্নত করা হবে।

কৃষি জমির অপরিকল্পিত ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে কঠোর আইন প্রবর্তন করা হবে।

সমবায়ভিত্তিক খামার ব্যবস্থা দ্বারা গ্রামাঞ্চলে হিমাগার সুবিধা গড়ে তোলা এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপন করা হবে।

গ্রামাঞ্চলে কৃষি ভিত্তিক ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পকারখানা স্থাপনে উৎসাহিত করা হবে।

মিঠা পানি ও সামুদ্রিক ইকোসিস্টেমে মৎস্য আহরণ ও ম্যানুফ্যাকচারিং ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা হবে।

৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ২০২১-২০২৫

দুই শতকের উন্নয়ন লক্ষ রুপকল্প ২০৪১ অর্জনে বেশ কয়েকটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ১ কোটি ১৬ লাখ ৭০ হাজার কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষমাত্রাকে সামনে রেখে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী(২০২১-২০২৫) পরিকল্পনার বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। কোভিড-১৯ এর কারনে সৃষ্ট অচলাবস্থা থেকে অর্থনৈতিক কার্যক্রম পূর্বের ধারায় ফিরিয়ে আনার প্রত্যয়ে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রত্যেক নাগরিকের অংশগ্রহণ এবং দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় সহায়তা দেয়ার লক্ষ্যে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক কৌশল নেয়া হয়েছে এ পরিকল্পনায়। এ প্রেক্ষিতে জেলা সমবায় বিভাগ পিরোজপুর এর অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ক্ষেত্রসমূহ হলো :

- গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি
- সমবায় উদ্যোগ আর্থিক সেবার সম্প্রসারণ
- ই-কমার্স এর মাধ্যমে গ্রামে উৎপাদিত পন্যের বাজার
- সংযোগ স্থাপন
- নারীর ক্ষমতায়ন
- গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসার
- কৃষির যান্ত্রিকীকরণ
- সমবায় ভিত্তিক গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক
- প্রবৃদ্ধি অর্জন
- পল্লী সামাজিক-সংস্কৃতিক উন্নয়ন
- গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন
- সমবায় আন্দলোনকে আরও গতিশীল করার জন্য
- জেলা সমবায় ইউনিয়নকে শক্তিশালীকরণ
- সমবায় খাতের আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহকে
- শক্তিশালীকরণ ও সংস্কার

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ (Delta Plan-2021)

জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকি সামাল দিয়ে উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ‘বংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০’ নামের একটি ১০০ বছর মেয়াদী মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পরিকল্পনাটিতে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, জমির উপযুক্ত ব্যবহার, পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং এদের পারস্পারিক মিথস্ক্রিয়াকে বিবেচনা করা হয়েছে। এ মহাপরিকল্পনায় তিনটি উচ্চ পর্যায়ের লক্ষ্যে পৌছানোর পাশাপাশি ছয়টি ব-দ্বীপ সম্পর্কিত অভীষ্টের কথা এসেছে, যেখানে সমবায় এর গুরুত্বপূর্ণ আবদান রাখার সুযোগ রয়েছে।

উচ্চ পর্যায়ের অভীষ্টসমূহ হচ্ছে-

১. ২০৩০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য দূরীকরণ;

২. ২০৩০ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন;

৩. ২০৪১ সাল নাগাদ একটি সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদা অর্জন।

ব-দ্বীপ সংশ্লিষ্ট অভীষ্টগুলো হলো :

১. বন্যা ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিপর্যয় থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা

২. পানি ব্যবহারে অধিকতর দক্ষতা ও নিরাপদ পানির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা

৩. সমন্বিত ও টেকসই নদী অঞ্চল এবং মোহনা ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা

৪. জলাভূমি এবং বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ এবং তাদের যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা

৫. অন্ত:দেশীয় ও আন্ত:দেশীয় পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য কার্যকর প্রতিষ্ঠান ও ন্যায়সঙ্গত সুশাসন গড়ে তোলা

৬. ভূমি ও পানি সম্পদের সর্বোত্তম সমন্বিত ব্যবহার নিশ্চিত করা

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals)

২০১৫ সালে জাতিসংঘ শীর্ষ সম্মেলনে ১৯৩টি দেশের রাষ্ট্র/সরকার প্রধানগণ Transforming Our World : The 2030 Agenda for Sustainable Development' শিরোনামে একটি কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন করেন। এই কর্ম-পরিকল্পনায় অনেকগুলো সুদূরপ্রসারী, গণকেন্দ্রিক ও রুপান্তর সৃষ্টিকারী লক্ষ্য ও টার্গেট অন্তর্ভুক্ত, যা Global Goals বা 2030 Agenda বা 'এসডিজি হিসাবে অভিহিত। এসডিজি'র ১৭টি অভিষ্ট রয়েছে, প্রতিটি অভীষ্টের জন্য একাধিক টার্গেট চিহ্নিত করে ১৬৯টি টার্গেট নির্ধারণ করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) এর ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে সমবায়ের সাথে সম্পৃক্ত সুনির্দিষ্ট অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ নিম্নরুপ :

টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট ১। দারিদ্র্য বিলোপ : সর্বত্র সব ধরণের দারিদ্র্যের অবসান

অভীষ্ট ১ এর সমবায় সংশ্লিষ্ট টার্গেটগুলো হলো :

- ২০৩০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্যের সম্পূর্ণ অবসান ও জাতীয় সংজ্ঞা অনুয়ায়ী চিহ্নিত যেকোন ধরনের দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাসকারী সকল বয়সের নারী, পুরুষ ও শিশু সংখ্যা অর্ধেক নামিয়ে আনা (১.১ ও ১.২)।
- নুন্যতম সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধার নিশ্চয়তাসহ সকলের জন্য সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা (১.৩)
- ২০৩০ সালের মধ্যে নারী ও পুরুষ, বিশেষ করে দারিদ্র ও অরক্ষিত (সংকটপন্ন) জনগোষ্ঠীর অনুকূলে অর্থনৈতিক সম্পদ ও মৌলিক সেবা সুবিধা, জমি ও আপরাপর সম্পত্তির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ, উত্তরাধিকার, প্রাকৃতিক সম্পদ, লাগসই নতুন প্রযুক্তি এবং ক্ষুদ্র ঋণসহ আর্থিক সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা (১.৪)।

টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট ২। ক্ষুধামুক্তি: ক্ষুধার আবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার

অভীষ্ট ২ এর সমবায় সংশ্লিষ্ট টার্গেট গুলো হলো :

- ২০৩০ এর মধ্যে সকল মানুষ, বিশেষ করে অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী, দরিদ্র জনগণ ও শিশুর জন্য বিশেষ অগ্রধিকারসহ বছরব্যাপী নিরাপদ, পুষ্টিকর ও পর্যাপ্ত খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করে ক্ষুধার অবসান ঘটানো (২.১)।
- ক্ষুদ্র পরিসরে খাদ্য উৎপাদনকারী, বিশেষ করে নারী, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, পারিবারিক কৃষক, পশুপাখি পালনকারী ও মৎস্যচাষীদের আয় ও কৃষিজ উৎপাদনশীলতা দ্বিগুন করা এবং এই লক্ষ্যে ভূমি, অন্যান্য উৎপাদনশীল সম্পদ ও উপকরন, জ্ঞান, আর্থিক সেবা, বিপণন, মূল্য সংযোজনের সুযোগ ও কৃষি-বহির্ভূত কর্মসংস্থানে তাদের নিরাপদ (সুরক্ষিত) ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করাসহ অন্যান্য উদ্যোগ গ্রহণ (২.৩)।

টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট ৫। জেন্ডার সমতা: জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন

অভীষ্ট ৫ এর সমবায় সংশ্লিষ্ট টার্গেট গুলো হলো :

- রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অঞ্জনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল পর্যায়ে নেতৃত্ব দানের জন্য নারীদের পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকর অংশগ্রহণ ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করা (৫.৫), অর্থনৈতিক সম্পদ এবং ভূমিসহ সকল প্রকার সম্পত্তির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রন, নারীদের ক্ষমতায়ণে সহায়ক প্রযুক্তি বিশেষ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর (৫.ক,খ)।

টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট ৮। শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি: সকলের জন্য পুর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন।

অভীষ্ট ৮ এর সমবায় সংশ্লিষ্ট টার্গেট গুলো হলো :

- উচ্চমূল্য সংযোজনী ও শ্রমঘন খাতগুলোতে বিশেষ গুরুত্ব প্রদানসহ বহুমুখিতা, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও উদ্ভাবনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতার উচ্চতর মান অর্জন (৮.২)।
- অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের প্রমিত ব্যবসায়িক মান অনুসরন ও ক্রমোন্নতিতে উৎসাহিত করা যুবসমাজ ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীসহ সকল নারী ও

পুরুষের জন্য পুর্ণকালীন উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান ও শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং সমপরিমাণ বা মর্যাদার কাজের জন্য সমান মজুরি প্রদান নিশ্চিতকরণ (৮.৩,৮.৫)।

- স্থানীয় সংস্কৃতি ও পন্য সম্ভারের প্রবর্ধন সহায়ক ও
- কর্মসৃজনমূলক টেকসই পযটন শিল্প প্রসার (৮.৯)।

টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট ১০। অসমতার হ্রাস: আন্ত:ও অন্ত:দেশীয় অসমতা কমিয়ে আনা

অভীষ্ট ১০ এর সমবায় সংশ্লিষ্ট টার্গেটগুলো হলো :

- বয়স, লিঙ্গ, প্রতিবন্ধিতা, জাতিসত্তা, নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, উৎস (জন্মস্থান), ধর্ম অথবা অর্থনৈতিক বা অন্যান্য অবস্থা নির্বিশেষে ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের ক্ষমতায়ন এবং এদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তির প্রবর্ধন, বৈষম্য হ্রাস, সকলের জন্য সমান সুযোগ। ক্ষুদ্র পরিসরে মৎস্য আহরনকারী জেলেদের সামুদ্রিক সম্পদ ও বাজারে প্রবেশাধিকার।(১০.২)

টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট ১২। পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন : পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন ধরণ নিশ্চিত করা।

অভীষ্ট ১২ এর সমবায় সংশ্লিষ্ট টার্গেটগুলো হলো :

- খুচরা বিক্রেতা ও ভোক্তা পর্যায়ে মাথাপিছু বৈশ্বিক খাদ্য অপচয়ের পরিমান ২০৩০ সালের মধ্যে অর্ধেক নামিয়ে আনা এবং ফসল আহরণোত্তের লোকসান(অপচয়) সহ উৎপাদন ও সরবরাহ শৃঙ্খলের বিভিন্ন পর্যায়ে খাদ্যপন্য বিনষ্ট হবার পরিমাণ কমানো (১২.৩)।
- স্থানীয় সংস্কৃতি ও স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন পন্যসামগ্রীর
- প্রচার ও প্রসার (১২.খ)।

টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট ১৩। জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি কর্মব্যবস্থা গ্রহণ

অভীষ্ট ১৩ এর সমবায় সংশ্লিষ্ট টার্গেটগুলো হলো :

- সকল দেশে জলবায়ু সম্পৃক্ত ঝুঁকি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় অভিঘাতসহনশীলতা ও অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি করা (১৩.১)।
- জলবায়ু পরিবর্তন প্রমশন, অভিযোজন, প্রভাব নিরাসন ও আগাম সতর্কতা বিষয়ে শিক্ষা, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মানব ও প্রতিষ্ঠানিক দক্ষতার উন্নতি সাধন (১৩.৩)।

২০৪১ সালের উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মানে সমবায় ভাবনা-

জেলা সমবায় বিভাগ পিরোজপুর সমাজের নানা শ্রেণী-পেশার মানুষের জীবন মনোন্নয়নে নানাবিধ উন্নয়ন বাস্তবায়ন করে থাকে। জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, দলিলপত্র এবং অংশীজনদের মতামতের উপর ভিত্তি করে সমবায় উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় নিম্নোক্ত ৮টি টার্গেট গ্রুপকে বিবেচনা করা হয়েছে।

- গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী
- নারী
- তরুণ উদ্যোক্তা
- অনগ্রসর ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী
- কৃষি, মৎস্য, পোল্ট্রি, মাংস ও ডেইরী উৎপাদক
- জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী
- বিদ্যমান সমবায় সমিতি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমবায় ভাবনার পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সমবায় ভিত্তিক উন্নয়নের নির্দেশনার আলোকে সমবায় বিভাগ পিরোজপুর নিম্নরুপ কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১. জাতির পিতার সমবায়ের দর্শন অনুযায়ী গ্রাম সমবায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গ্রামকে উন্নত ও আধুনিক গ্রামে রুপান্তরের লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে ‘বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম’ প্রতিষ্ঠা।
২. বঙ্গমাতা মহিলা সমবায় সমিতির মাধ্যমে নারী সমবায়ীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও উন্নয়নের মূল ধারায় নারীদের অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।
৩. প্রান্তিক ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্তিকরণ।
৪. দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে যুবকদের স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও উদ্যোক্তা সৃজন।
৫. আধুনিক কৃষি ব্যবস্থার লক্ষ্যে সমবায়ভিত্তিক কৃষি যান্ত্রিকীকরণ।
৬. পুষ্টিসম্মত ও নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চিয়তা এবং সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমবায় ভিত্তিক বাজার অবকাঠামো সৃষ্টি ও Value Chain প্রতিষ্ঠা।
৭. দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি ও পুষ্টি চাহিদা পূরণে উপজেলায় দুগ্ধ সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ।
০৮.সমবায় আন্দোলনকে গতিশীল করার জন্য জেলা সমবায় ইউনিয়নের সংস্কার ও আধুনিকায়ন।

এক নজরে পিরোজপুর সদর উপজেলায় সমবায় বিভাগের কার্যক্রম :

১) **সমবায় সমিতি নিবন্ধন :** ক্ষুদ্র সঞ্চয়, পুঁজি গঠন, লাভজনক খাতে পুঁজি বিনিয়োগ এবং শেয়ারের ভিত্তিতে মুনাফা বন্টন- এ আলোকে সমবায় সমিতি সংগঠনের উদ্বুদ্ধকরণ এবং সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০02 ও ২০১৩) ও সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ (সংশোধিত/২০২০) এর বিধান মোতাবেক ৩৫ প্রকার সমবায় সমিতি নির্ধারিত নিবন্ধন ফিসহ নির্ধারিত ফরমে আবেদন প্রাপ্তির ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে নিবন্ধন করা হয়। এ ছাড়া নির্ধারিত ফরমে আবেদন প্রাপ্তির ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে সমবায় সমিতির উপ-আইন (গঠনতন্ত্র) এর সংশোধন করা হয়।

২) **বার্ষিক বিধিবদ্ধ নিরীক্ষা সম্পাদন :**প্রত্যেকটি সমবায় সমিতি বছরে একবার নিরীক্ষা করা হয় এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে তদন্তপূর্বক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সংশ্লিষ্ট সমিতির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

৩) **পরিদর্শন :** প্রত্যেক মাসে নির্ধারিত সংখ্যক সমবায় সমিতিপরিদর্শন করা হয়।পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট সমিতিকে পরামর্শ প্রদানসহ যথাযথ ক্ষেত্রে সমিতির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

৪) **তদন্ত :** সমবায় সমিতি বা উহার ব্যবস্থাপনা কমিটির বিরুদ্ধে প্রাপ্ত অভিযোগ আইনের বিধান মোতাবেক তদন্ত করত: দ্রুত প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

৫) **বিরোধ নিষ্পত্তি :** আইন ও বিধি মোতাবেক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমবায় সমিতির যাবতীয় বিরোধ নির্ধারিত কোট ফি প্রাপ্তি সাপেক্ষে নিষ্পত্তি করার জন্য জেলা সমবায় দপ্তর, পিরোজপুরে প্রেরন করা হয়।

৬) **আবসায়ন ও নিবন্ধন বাতিল :**আইন ও বিধি মোতাবেক অকার্যকর সমবায় সমিতি আবসায়নে ন্যস্ত করা হয় ও আবসায়কের প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর উক্ত সমবায় সমিতির নিবন্ধন বাতিল করার প্রস্তাব জেলা সমবায় দপ্তর, পিরোজপুরে প্রেরন করা হয়। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অকার্যকর সমবায় সমিতির নিবন্ধন সরাসরি বাতিল করা হয়।

৭) **ব্যবস্থাপনা কমিটি নিয়োগ ও বহিস্কার :**আইন ও বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সমবায় সমিতিতে অর্ন্তবর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি নিয়োগ করা হয় এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির বিরুদ্ধে প্রাপ্ত অভিযোগ তদন্ত সাপেক্ষে প্রমাণিত হলে দায়ী ব্যবস্থাপনা কমিটি বা উহার সদস্যকে বহিস্কার করার প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জেলা সমবায় দপ্তরে প্রেরন করা হয়।

৮) **নির্বাচন কমিটি নিয়োগ :**সকল কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক সমবায় সমিতি এবং ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকার বেশী পরিশোধিত শেয়ার মূলধন বিশিষ্ট প্রাথমিক সমবায় সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিটি নিয়োগের প্রস্তাব জেলা সমবায় দপ্তরে প্রেরন করা হয়।

৯) **নির্বাচন সংক্রান্ত আপীল নিষ্পত্তি :** জেলা ব্যাপী এবং উহার কম কর্ম এলাকা বিশিষ্ট সকল প্রাথমিক সমবায় সমিতির নির্বাচনে মনোনয়নপত্র বৈধ কিংবা বাতিল ঘোষনা সংক্রান্ত আপীল নির্ধারিত কোর্ট ফি প্রাপ্তি সাপেক্ষে বিধি মোতাবেক নিষ্পত্তি করার প্রস্তাব জেলা সমবায় দপ্তরে প্রেরন করা হয়।

১০) **নন-ট্যাক্স রাজস্ব আদায় :** আইন ও বিধি মোতাবেক নিবন্ধন ফি এবং বার্ষিক নিরীক্ষা ফি (সমিতির বার্ষিক নীট লাভের ১০০ টাকা বা উহার অংশ বিশেষের জন্য ১০ টাকা হারে সর্বোচ্চ ১০০০০ টাকা) ধার্য ও আদায় করা হয়।

১১) **সমবায় উন্নয়ন তহবিল আদায়** : আইন ও বিধি মোতাবেক বার্ষিক নিরীক্ষার ভিত্তিতে সমবায় উন্নয়ন তহবিল (নীট লাভের ৩% হারে) ধার্য ও আদায় করা হয়।

১২) **বার্ষিক বাজেট অনুমোদন :** আইন ও বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সমবায় সমিতির বার্ষিক বাজেট অনুমোদন করার প্রস্তাব জেলা সমবায় দপ্তরে প্রেরন করা হয়।

১৩) **বার্ষিক বিনিয়োগ প্রস্তাব অনুমোদন :**প্রাথমিক সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে বার্ষিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ্যে এবং কেন্দ্রীয় সমিতির ক্ষেত্রে বার্ষিক ১০(দশ) লক্ষ টাকার বেশী বিনিয়োগের প্রকল্প প্রস্তাব আইন ও বিধি মোতাবেক অনুমোদন করার প্রস্তাব জেলা সমবায় দপ্তরে প্রেরন করা হয়।

১৪) **প্রশিক্ষণ** : জেলা সমবায় দপ্তরের প্রশিক্ষণ ইউনিট কর্তৃক উপজেলায় নিবন্ধন প্রত্যাশি প্রত্যেকটি সমবায় সমিতির সদস্যগণকে সমবায় এবং সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০০২ ও ২০১৩) ও সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ এর বিধান সর্ম্পকে নিবন্ধন পূর্ব প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। আগ্রহী সমবায় সমিতিগুলোকে ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণের আওতায় হিসাব সংরক্ষণ ও সমিতি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ ছাড়া বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী, কোটবাড়ী, কুমিল্লা ও আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, বরিশালে সমবায় ব্যবস্থাপনা, হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতি, আয়-বর্ধক ট্রেড ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্সে জেলাধীন সমবায়ীগণকে প্রশিক্ষর্ণাথী হিসাবে মনোনয়ন প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণকালে সঞ্চয়ের গুরুত্ব ও পুঁজি গঠণের কৌশলসহ সমবায়ীগণকে বিভিন্ন সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সমস্যা ও সমাধান সর্ম্পকে সচেতনতা সৃষ্টি, ধারনা বিনিময় ও নাগরিক দায়িত্ব সর্ম্পকে অনুপ্রাণিত করা হয়।

১৫) **তদারকি ও পরিচর্যা :** উপজেলাধীন অধিক কার্যকর সমবায় সমিতিগুলোকে মাসিক ভিত্তিতে তদারকি ও পরিচর্যা করা হয়। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে এ সমিতিগুলোকে পরামর্শ প্রদান করা হয়।

১৬) **আশ্রয়ন প্রকল্প :** উপজেলাধীন আশ্রয়ন (ফেইজ-২) ও ৩ টি আশ্রয়ন-২ প্রকল্পসহ মোট ০৪ টি প্রকল্পে প্রদত্ত ঋণের সাপ্তাহিক কিস্তি আদায় করা হয়।

১৭) **অন্যান্য প্রকল্প :** সমবায় অধিদপ্তরের ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার প্রকল্প (সমাপ্ত), সমবায় অধিদপ্তরকে শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (সমাপ্ত), দুগ্ধ প্রকল্প (চলমান) এবং এলজিইডি ও সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক যৌথভাবে ক্ষুদ্র পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (চলমান) এর বাস্তবায়নে কাজ করা হয়।

১৮) **সমবায় বাজার :** উৎপাদক ও ভোক্তার ক্ষেত্রে ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে পিরোজপুর সদর উপজেলায় সমবায় বাজার চালু করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে।

১৯) **অভিযোগ নিষ্পত্তি :** সমবায় সমিতি কিংবা বিভাগীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রাপ্ত যে কোন অভিযোগ যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরন করে নিষ্পত্তি করার প্রস্তাব জেলা সমবায় দপ্তরে প্রেরন করা হয়।

২০) **সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী অন্যান্য দায়িত্ব পালন** : নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা মহোদয় কর্তৃক অর্পিত ক্ষমতা অনুযায়ী সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালার অধীন ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করা হয়।

২১) **বিভাগীয় আর্থিক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন :** যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা অনুযায়ী জেলা সমবায় কার্যালয়, পিরোজপুর এর নিয়ন্ত্রণে বিভাগীয় দায়িত্ব পালন, উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের কার্যাদি সম্পাদন এবং সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা হয়।

২২) **উন্নয়ন সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন :** পিরোজপুর সদর উপজেলার সমবায় অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রধান হিসাবে উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটিতে সমবায় অধিদপ্তরের যাবতীয় কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধন করা হয়।

২৩) **তথ্য প্রদান:** প্রচলিত আইন ও বিধি মোতাবেক প্রাপ্ত আবেদনের আলোকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রত্যাশিত তথ্য প্রদান করা হয়।

২৪) প্রতি সপ্তাহে সোমবার গনশুনানী গ্রহণ করা হয়।

তথ্য সুত্রঃ-

০১। বঙ্গাবন্ধুর সমবায় ভাবনা ও অর্ধশতাব্দীর সমবায় আন্দোলন- --ডঃ জাহাঙ্গীর আলম।

০২। বঙ্গাবন্ধুর সমবায় ভাবনার বাস্তবায়ন প্রেক্ষিত সংস্কার ও আনুনিকায়ন-----ড. ফোরকার উদ্দিন আহমদ।

০৩। জেলা সমবায় কর্মকর্তা সম্মেলন-২০২৩, তারিখঃ ৬-৭ জুন, ২০২৩ খ্রি.

০৪।উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের ২০২১-২০২৩ খ্রি. সনের বার্ষিক প্রতিবেদন।

উপজেলা সমবায় কার্যালয়, পিরোজপুর সদর,পিরোজপুরের উল্লেখযোগ্য চিত্র

৫১তম জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপন

উপজেলা সমবায় কার্যালয়, পিরোজপুর সদর,পিরোজপুরের উল্লেখযোগ্য চিত্র

সমবায় সমিতি উপকারভোগীদের মধ্যে ঋণের চেক বিতরণ।

হুলারহাট সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা

উপজেলা সমবায় কার্যালয়, পিরোজপুর সদর,পিরোজপুরের উল্লেখযোগ্য চিত্র

গৌরব বহুমুখী সমবায় সমিতি কর্তৃক কোভিট-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্থ সমবায়ীদের মধ্যে ত্রান বিতরণ করছেন

ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা -২০২২ উদযাপন

পিরোজপুর সদর উপজেলা সমবায় দপ্তর কর্তৃক আয়োজিত বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুনন্নেছা মুজিব মহিলা সমবায়ের নিবন্ধন পূর্ব প্রশিক্ষণ।

উপজেলা সমবায় কার্যালয়, পিরোজপুর সদর,পিরোজপুরের উল্লেখযোগ্য চিত্র

মহিলা সমবায় সমিতির সদস্যদের সাথে মত বিনিময়

গনশুনাণী কর্যক্রম

উপজেলা সমবায় কার্যালয়, পিরোজপুর সদর,পিরোজপুরের উল্লেখযোগ্য চিত্র

পিরোজপুর সদর উপজেলা সমবায় দপ্তর কর্তৃক আয়োজিত ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ

উপজেলা সমবায় কার্যালয়, পিরোজপুর সদর,পিরোজপুরের উল্লেখযোগ্য চিত্র

পিরোজপুর সদর উপজেলাধীন নব নিবন্ধিত আশ্রয়ণ-২ সমবায় সমিতির সদস্যদের কে নিবন্ধন সদন প্রদান

পিরোজপুর সদর উপজেলার পরিষদের বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে অংশ গ্রহন

স্টাফ মিটিং